প্রথম আলো

তারিখ 13 AUG 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

প্রথম আলো বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০০৮

পুলিশ প্রতিবেদন না দেওয়ায় সাতকানিয়ায় ১০৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিটি হয়নি

এস এম রানা, *সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম)*

চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় ১০৮টি সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুমোদিত কোনো পরিচালনা কমিটি নেই। কোনো বিদ্যালয়ে দেড় বছর, আবার কোথাও ছয় মাস ধরে কমিটি না থাকায় সার্বিক কাজকর্মে ধীরগতি দেখা দিয়েছে। প্রস্তাবিত কমিটিগুলোর নামের তালিকা সাতকানিয়া থানায় পাঁচ মাস ধরে পড়ে থাকায় নতুন কমিটি গঠন করা যাচ্ছে না বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কমিটির মেয়াদ ছয় মাস থেকে দেড় বছর আগে শেষ হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নতুন পরিচালনা কমিটি গঠিত হয়নি। নিয়ম অনুযায়ী একটি কমিটির দুই বছর মেয়াদ শেষ হওয়ার পরপরই নতুন কমিটি দায়িত্ব নেওয়ার কথা। অনুমোদিত কমিটি না থাকায় কোনো বিদ্যালয়ে পুরোনো কমিটি, আবার কোথাও প্রস্তাবিত কমিটির সদস্যরাই পরিচালনা পরিষদের সভায় অংশ নিচ্ছেন।

গত বছর সরকারের জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে (স্মারক-প্রগম/বিদ্যা-২/১৬/ম্যানেজিং কমিটি-১/৯৮/১১০৩) বলা হয়, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) যাচাই-বাছাই করে নির্দলীয় ব্যক্তিকে কমিটিতে মনোনয়ন দেবেন। আর কমিটির চূড়ান্ত অনুমোদন দেবেন জেলা প্রশাসক।

জানা গেছে, বিদ্যালয়গুলোর প্রধান শিক্ষকেরা পরিচালনা কমিটির নাম প্রস্তাব করে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার দপ্তরে পাঠান। শিক্ষা কর্মকর্তা প্রথম দফায় ৮৪টি ও দ্বিতীয় দফায় ২৪টি মোট ১০৮টি বিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত কমিটির তালিকা পাঠান ইউএনওর কাছে। পরে ইউএনওর নির্দেশে ওই তালিকা পাঠানো হয় সাতকানিয়া থানায়। কিন্তু থানায় ফাইলটি পাঁচ মাস ধরে আটকে আছে, তাই কমিটি গঠন করা যায়নি।

পশ্চিম ডলু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রতন চক্রবর্তী বলেন, 'কমিটির মেয়াদ শেষ হয় ছয় মাস আগে। তখন নতুন কমিটির প্রস্তাবিত নামের তালিকা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে দেওয়া হয়। কিন্তু এখনো তা অনুমোদন পায়নি।'

পশ্চিম ধর্মপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বুলবুল কুমার ধর ওই বিদ্যালয়ে নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে দাবি করে বলেন, 'নতুন কমিটির সদস্যদের নিয়ে গত ৩১ জুলাই সভা হয়েছে।' এ কমিটি অনুমোদিত কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'ইউইও (উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা) স্যার বলেছেন, কমিটি অনুমোদন হবে।'

ঢেমশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বেবী আক্তার দাবি করেন, পাঁচ মাস আগে নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। এখন নতুন কমিটির সদস্যরাই বিদ্যালয় পরিচালনা করছেন।

বিভিন্ন বিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পরিচালনা কমিটি না থাকায় বিদ্যালয়গুলোতে নানা অনিয়ম দেখা দিয়েছে। শিক্ষকদের বিলম্বে স্কুলে আসা, নির্ধারিত সময়ের আগে ছুটি দেওয়া ও ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ করেছেন অভিভাবকেরা। তাঁদের ধারণা, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি সক্রিয় থাকলে এসব সমস্যা হতো না।

ইউইও আনোয়ার হোসেন বলেন, বিদ্যালয়গুলোর কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নতুন কমিটির প্রস্তাবিত নাম ইউএনওর কাছে পাঠানো হয়। পরে তাঁর নির্দেশে ২৪ ফেব্রুয়ারি ৮৪টি এবং ৪ জুন ২৪টি বিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত কমিটির নামের তালিকা সাতকানিয়া থানায় পাঠানো হয়। এসব কমিটির ব্যক্তিদের রাজনৈতিক-সংশ্লিষ্টতা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখে প্রতিবেদন দেবে পুলিশ। প্রায় পাঁচ মাস ধরে ওই ফাইল আটকে আছে সাতকানিয়া থানায়। কমিটি না থাকায় বিদ্যালয় পরিচালনায় কিছু সমস্যা হচ্ছে বলে আনোয়ার হোসেনও স্বীকার করেছেন।

ইউএনও পরিমল সরকার বলেন, পুলিশ এখনো প্রতিবেদন না দেওয়ায় কমিটি চূড়ান্ত করা যায়নি। তিনি বলেন, শিগগির পুলিশের সঙ্গে কথা বলে কমিটি গঠনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সাতকানিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী আবদুল ওয়াদুদ বলেন, 'আমি মাসখানেক আগে এই থানায় যোগ দিয়েছি। এ ধরনের কোনো প্রতিবেদন চাওয়া হয়েছে কিনা আমি জানি না। তবে আমার কাছে প্রতিবেদন চাইলে অবশ্যই দেব।'